ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৭৪১

আগরতলা,১৩ নভেম্বর,২০২৬

আগরতলায় জনগণনা ২০২৭-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যস্তরীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জনগণনা ২০২৭-এর দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে এক রাজ্যস্তরীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তর এবং জনগণনা পরিচালন অধিদপ্তর, ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সঠিক জনগণনা-সংক্রান্ত তথ্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের তথ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে। জনগণনার কাজ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আহ্বান জানান।

জনগণনা ২০২৭-এর রাজ্য নোডাল অফিসার তথা পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের সচিব বিকাশ সিং বলেন, জনগণনা শুধুমাত্র একটি নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, বরং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার। নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণনা কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এদিন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনারের কার্যালয় (ORGI), কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়াদিল্লির উপ-মহানির্দেশক বিশ্বজিৎ দাস ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের পক্ষ থেকে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন। জনগণনার কাজে নিযুক্ত সকল আধিকারিক ও কর্মীদের তিনি ধন্যবাদ জানান এবং তাঁদের কাজের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি জনগণনা পরিচালনায় রাজ্য সরকারের সহযোগিতার জন্যও তিনি অভিনন্দন জানান।

স্বাগত বক্তব্যে জনগণনা পরিচালন অধিদপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস জানান, বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ জনসংখ্যা গণনার কাজ ত্রিপুরায় ২০২৭ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ২০২৭ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত স্ব-গণনা (Self-Enumeration) করার সুযোগ থাকবে।

জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, অভিবাসন এবং প্রজনন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ জন্য মোট ৪০টি প্রশ্ন সংবলিত প্রশ্নপত্র থাকবে। গৃহহীন জনগোষ্ঠীকেও এই গণনার আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য, ১৮৭২ সাল থেকে এটি ভারতের ১৬তম জনগণনা এবং স্বাধীনতার পর অষ্টম জনগণনা।

২-এর পাতায়

জনগণনা ২০২৭ হবে দেশের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনা। তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের কাজে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। আগামী জনগণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং জেলাস্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রস্তুত করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় এবং জনগণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিসিসিএফ আর. কে. সামাল, আরডি দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. শশিকুমার। এছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা, পুর কমিশনার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শেষে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের অধিকর্তা ডি. রিয়াং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

*****